CHAPRA GOVT. COLLEGE

CHAPRA * NADIA

NAME-SABIFA KHATUN

B.A 3RD SEMESTER

REG.NO-048436

DEPARTMENT- POLITICAL SCIENCE(HON)

PAPER-7TH

19/01/2023

EXM.YEAR-2022-2023

FRIEND'S XEROX

☐ একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রাসঙ্গিকতার বিচার ।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আজ বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য । তাকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উদ্ভব খুব বেশিদিনের না হলেও রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে । গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর ম্যাকিয়াভেলির "The Prince" - প্রভৃতির আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাবনার বিকাশ লক্ষ্য করা যায় । তবে আধুনিক 1648 সালের ওয়েস্টফেলিয়ার শান্তি চুক্তি পর্ব থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূচনা নির্দিষ্ট করে আলোচনা ।

প্রকৃত পক্ষে, তাকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে । 1919 সালে আবেরিস্টউইথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বিষয় হিসাবে এই বিষয়ের অবতারণা করা হয় । তারপর থেকে এই শাস্ত্রের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে বলা যেতে পারে । তারপর) সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধোত্তর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ আন্তর্জাতিক ইতিহাস কূটনীতির ইতিহাস এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা নীতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিময় নিয়ে পঠন হত । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ড যেমন বিশ্ব বিদ্যালয়গুলি মিলে যেমন বিরোধিতা নীতির প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পঠন-পাঠন ও গবেষণা পরিচালনা করতে উদ্যোগ নেন । গোপতিমুক্ত গ্রীক্ষিনিমুল এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রকৃত স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পঠন পাঠন শুরু হয় ।

* বিকাশ :

◻ 1920 দশক :

1919 সালে এই শাস্ত্রের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় 20-এর দশকের দ্রুত গতিতে এর বিকাশ ঘটতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা রাষ্ট্রনায়কদের ব্যার্থ করেছিল যুদ্ধের পরিহার করে নতুন করে শান্তির পথ খুঁজতে। এই আবহের 1920 সাল থেকে আদর্শবাদের ভাবনা বিকশিত হতে শুরু করে। উড্রো ইউলসন এর চিন্তা ধারাকে কেন্দ্র করে উইলসনের 14 দফা কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল শান্তি স্থাপনের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা। এরই ফলশ্রুতি ছিল লিগ অফ নেশনস এর আত্মপ্রকাশ এই সময় থেকে ব্রিটিশ ও মার্কিন চিন্তার জগতের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চার মূল লক্ষ্য ছিল এই 2 রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা।

◻ 30-60-এর দশক :

উইলসনের আদর্শবাদী ভাবনা 30 দশক পর্যন্ত চললেও পরে একাধিক প্রশ্নের মুখে দাঁড়ান-ই-এইচ-কার আদর্শবাদী ভাবনার সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করেন। এবং তার তীব্র সমালোচনা করেন এবং একের পর এক দ্বন্দ্ববিবাদ আদর্শবাদের ভাবনাকে ভেঙে খান খান করে এবং বাস্তববাদের বিকাশ ঘটান। এই দশকের শেষ থেকে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও বাস্তববাদ তার প্রভুত্ব বজায় রাখে।

ঘ 60 - 80 - এর দশক :

বাস্তববাদী ভাবনার সীমাবদ্ধতা প্রকট হতে শুরু করে 60 - এর দশক থেকে এই সময় বাস্তববাদের 3টি বৈশিষ্ট্য যথা - রাষ্ট্রের ভাতৃত্ব, জাতীয় ও রাজনীতির বিভাজন এবং ক্ষমতা ও শান্তি ইস্যু। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় পরিবর্তে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অরাষ্ট্রীয় কারকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে শুরু করে। অন্যদিকে মূল্যবোধের বর্ণিত তথ্য পরিমাপ নির্ভর আচরণবাদী চিন্তাধারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চার পদ্ধতি হিসাবে গুরুত্ব হারাতে শুরু করে। উত্তর আচরণবাদী বিকাশের সাথে সাথে।

নির্ভরশীল তত্ত্ব বা কাঠামোবাদী ভাবনার রাষ্ট্রের বাইরেও আন্তর্জাতিক কাঠামো গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। তবে 70 - এর দশকের শেষাংশের এবং 80 - এর দশকের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একের পর এক ঘটনা নতুন করে বাস্তববাদী ভাবনাকে ফিরিয়ে এনেছিল। নতুন অঙ্গিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন হিজয়নী প্রতিষ্ঠিত হলে বাস্তববাদের নতুন রূপ নয়া বাস্তববাদ কেনেথ ওয়ালগের হাত ধরে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চায় হয়ে আসে। এই সময় থেকে আন্তর্জাতিক জ্ঞান চর্চায় গুরুত্ব পাই আধুনিকতাবাদ, মানবাধিকার ও লিঙ্গগত বিষয়। বহুত্ববাদী ভাবনাও গুরুত্ব পেতে থাকে 80 - এর দশকের শেষ মাথা চড়া দেই বিশ্বায়ন।

⊠ ৯০ দশক থেকে আজ পর্যন্ত :-

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান হয়। বিশ্ব ব্যবস্থার দ্বি-মেরু থেকে এক মেরুতে উত্তরণ হয়। এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। বিশ্বায়ন গতি সঞ্চার করে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে সমগ্র সার্বিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চর্চা অব্যাহত থাকে। ১৯৯০ দশকের পর থেকে তৃতীয় বিশ্বের বেশকিছু লেখকের বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা আমাদের কাছে হাজির করেছেন। এই চিন্তাভাবনাগুলি মূলত বস্তুবাদী চিন্তা দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় গবেষণার ভিত্তিক পরিবেশগত আন্দোলন মানবাধিকার আন্দোলন। নারীবাদী আন্দোলন সমেত বিশ্বায়ন নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের গবেষকরাও নতুন নতুন ভাবনা উপস্থাপিত করেছেন।

⊠ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হল এমন একটি বিষয়, যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক সংগঠন, ক্ষমতা, জাতীয় স্বার্থ, রাজনৈতিক মতাদর্শ, যুদ্ধ ও শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ, জাতিসংঘ, কূটনীতি, স্বার্থগোষ্ঠী, জনমত, প্রচার, সন্ত্রাসবাদ, বিশ্ববাণিজ্য, বিশ্বপরিবেশ, বিশ্বায়ন প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

* আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশধারা বা ক্রমবিকাশ :

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্র হিসাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিকাশলাভ করলেও প্রাচীন কাল থেকেই আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল। বিশেষত, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপকের পদ তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পঠিত বিষয় হিসাবে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু এর পূর্বে রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে বহু প্রতিথযথা পণ্ডিতগণ তাদের লেখনীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছু মৌলিক ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করেছিলেন। বিশেষত, প্রাচীন গ্রিস, চিন ও ভারতবর্ষের লেখকগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে কিছু সাধারণ ধারণা দিয়েছিলেন। বিশেষ করে প্রখ্যাত গ্রিক ঐতিহাসিক থুকিডিডিস-এর রচনা "History of the Peloponnesian war" পুস্তকটি আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মহলে ধ্রুপদি সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলি রচিত 'The prince'-এ পররাষ্ট্র-নীতি প্রণয়ন ও রাষ্ট্রপরিচালনা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। প্রাচীন ভারতের সুবিখ্যাত কূটনীতিবিদ কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

এই পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বলশেভিক বিপ্লব — যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিদেশনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে বাধ্য করে। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই একটি শাস্ত্র হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পাঠ শুরু হয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে শিল্পপতি ডেভিড

ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಿಂತಕ ಡೇವಿಡ್ ಹಾರ್ವೆ (David Harvey) ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನವ ಉದಾರವಾದವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು ?

ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಿಂತಕ ಡೇವಿಡ್ ಹಾರ್ವೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನವ ಉದಾರವಾದವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಸಮಾಜವಾದಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಸಮಾಜವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಸಮಾಜವಾದಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

* ಶೀತಲ ಸಮರ ಎಂದರೇನು ? ಅದರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಶೀತಲ ಸಮರ

ಶೀತಲ ಸಮರವು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶೀತಲ ಸಮರವು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಶೀತಲ ಸಮರದ ಕಾರಣಗಳು

ಶೀತಲ ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

1. ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಭಿನ್ನತೆ
2. ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
3. ಜರ್ಮನಿಯ ವಿಭಜನೆ
4. ಟ್ರೂಮನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ
5. ಮಾರ್ಷಲ್ ಯೋಜನೆ
6. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ
7. ಬರ್ಲಿನ್ ದಿಗ್ಬಂಧನ
8. ನ್ಯಾಟೋ, ವಾರ್ಸಾ ಒಪ್ಪಂದ
9. ಕೊರಿಯಾ ಯುದ್ಧ
10. ಕ್ಯೂಬಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

ঘাঁটি নির্মাণ, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক বাজারে প্রতিষ্ঠা এবং আমেরিকার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

* একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশঃ-

ঠান্ডা লড়াই-এর অবসান এবং ১৯৯০-১৯৯১ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে। যার দরুন বিশ্বরাজনীতিতে দ্বিমেরুকতার অবসান ঘটায় ফলে শক্তি ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে। সারা বিশ্বে একক শক্তি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান ঘটে। ফলস্বরূপ সারা বিশ্বে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষমতা বিন্যাসের এই পরিবর্তনকে একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বিগত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও তার বিশেষ সংস্থা ও বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানগুলি। যেমন — আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা প্রভৃতি, যেগুলির আলোচনা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিকশিত করেছে।

* একবিংশ শতক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশঃ

একবিংশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল সারা বিশ্বে প্রযুক্তিগত বিপ্লব ঘটে যাওয়া। ফলে গোটা বিশ্ব আজ সাধারণের নাগালের মধ্যে। এমনকি জাতিসমূহও আজ বিচ্ছিন্নতা বোধ করে না। প্রযুক্তির এই অভাবনীয় উন্নতির হাত

ধরে এগেছে বিশ্বায়ন, যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অর্থনীতি ও রাজনীতি সংক্রান্ত পরিবর্তন আনতে বাধ্য করেছে। বিশ্বায়ন ও তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বা WTO-এর মতো প্রতিষ্ঠানকে এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশ যারা ব্রিটিশ ও মার্কিন পুঁজির বিরোধিতায় সরব ছিল, বিশ্বায়নের প্রবল ঝড় সেই বিরোধিতাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন আবহাওয়ার সূত্রপাত হয়, যার ফলস্বরূপ বিশ্বরাজনীতির অর্ধশতকের মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই সময় নারীবাদীতত্ত্ব, উত্তর-আধুনিকতাবাদী তত্ত্ব, উত্তর-ঔপনিবেশিকতা-বাদ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশে একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে এবং করেই চলেছে।

* মূল্যায়ন :-

এইসব ঘটনার ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বলাবাহুল্য, এই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আঙিনা থেকে বেরিয়ে পঠনপাঠনের শাস্ত্র হিসাবে বিকাশলাভ করেছে— যা সমাজবিজ্ঞানের নবীন শাস্ত্র হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক সমাজকে নিয়ে আলোচনা করে আন্তর্জাতিক সমাজ যেহেতু বহুকেন্দ্রিক, তাই সেই পরিপ্রেক্ষিতেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে স্বতন্ত্র পাঠ্য বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি, সাবিয়া খাতুন, চাপড়া সরকারী মহাবিদ্যালয়-এর রাষ্ট্রবিজ্ঞান (অনার্স) বিভাগ-এর ছাত্রী।

আমার নির্ধারিত 7th Paper-এর নির্ধারিত প্রকল্পের বিষয় হল — "একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্রমবিকাশের ধারা"।

প্রকল্পটি তৈরির ক্ষেত্রে আমার কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক শ্রদ্ধেয়-সুদীপ মণ্ডল মহাশয়, শ্রদ্ধেয়-রুদ্র শেখর বসু মহাশয় এবং শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণ গোপাল মহন্ত মহাশয় আমাকে সর্বতোভাবে সহযোগীতা করেছেন। প্রকল্পের ধারণা, প্রকল্প তৈরি, তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি পরামর্শ দিয়ে তাঁরা প্রকল্পটি তৈরি করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। এজন্য আমি আমার শিক্ষক মহাশয়দের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

শিক্ষকের স্বাক্ষর

সাবিয়া খাতুন

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর